গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশকালে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আনম ইউসুফ, ডঃ কাজী খালেকুজ্জামান, ডঃ মাহমুদুল আলম, রাশেদা কে চৌধুরী, ডঃ মনসুর আহমেদ, ডঃ মোশতাক চৌধুরী, অধ্যাপক নাজমুল হক, মিঃ সমীর রঞ্জন নাথ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রে দুরবস্থা প্রতিরোধে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের

১৭ দশমিক ৩, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ১৯ দশমিক ২ এবং বাংলা বিষয়ে ৩৬ দশমিক ৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, লেখনীর মাধ্যমে নিজ মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই দুর্বল।

কারও অভিজ্ঞতা নেই

শিক্ষক প্রশিক্ষণ গবেষণার আওতায় সারাদেশে ১১৪ জন প্রশিক্ষক, ৩৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী ও ২৩৩টি শ্রেণীকক্ষকে জরিপের

প্রশিক্ষণ কার্যত কাজে আসছে না ॥ ইংরেজী ও গণিতে করুণ অবস্থা

রেজানুর রহমান ॥ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিম্নগামী। ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমশঃ খারাপ করছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কার্যত কোন কাজে আসছে না। সরকারীভাবে ঘোষিত সাক্ষরতার হার নিয়েও দেখা দিয়েছে সন্দেহ।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করা হয়। জরিপে দেখা গেছে, সব বিষয়ে পারদর্শীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ দশমিক ৬ ভাগ। ইংরেজীতে ৯ দশমিক ৪, গণিত

তারিখ ১২ ... ৩

প্রাথমিক শিক্ষার মান নিম্নগামী ॥ শিক্ষক

JAN 01 200
দৈনিক ইত্তেফাক

২৫০৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকের উপর জরিপ কার্য চালায়।

যোগ্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ওয়াচ মানসম্মত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও

হার বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রান্তিক যোগ্যতার করুণ অবস্থা

গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন

অত্যাধিক কাজের চাপ রয়েছে এবং প্রতিটি ক্লাসে প্রচুর শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে পড়াতে হয়। সপ্তাহে একজন প্রশিক্ষক গড়ে ১৭টি

ভৌত কাঠামো বেশ অসন্তোষজনক। প্রশিক্ষকরা মনে করেন, তাদের উপর

কারও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের কোন অভিজ্ঞতা নেই। গবেষণায় দেখা গেছে

আওতায় আনা হয়। দেখা গেছে, প্রশিক্ষকদের বেশীরভাগেরই শিক্ষায় স্নাতক

মহিলারা সুযোগ পান। কিন্তু বেসরকারী স্কুলসমূহে প্রায়শই মহিলা শিক্ষিকাদের যোগ্যতা যাচাই করা হয় না।

সাক্ষরতার হার নিয়ে বিতর্ক

অনুষ্ঠানে সরকারীভাবে ঘোষিত সাক্ষরতার হার সম্পর্কে বক্তারা দ্বিমত পোষণ করেন। সভায় বলা হয়, সরকারীভাবে ঘোষিত ৬৫ ভাগকে কিভাবে চূড়ান্ত করা হল তা আমরা জানি না। এ ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন করেও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

ক্লাস নিয়ে থাকেন।

সরকারীতে ভাল বেসরকারীতে খারাপ

গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারী স্কুলসমূহে পুরুষ অপেক্ষা মহিলা শিক্ষক ভাল করছেন। অপরদিকে বেসরকারী স্কুলে মহিলা অপেক্ষা পুরুষ শিক্ষক ভাল করছেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাক্ষরতা অভিযানের কর্মকর্তারা বলেছেন, সরকারী স্কুলে পরীক্ষা নিয়ে মেধা যাচাই করে শিক্ষক নেয়া হয় বলে যোগ্যতাসম্পন্ন